মেহেরপুর জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক শাওনের ওপর হামলা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা মুখ্য সংগঠক শাওন শেখের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের অভিযোগ, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিঠুনের নেতৃত্বে বিএনপির একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ এই হামলায় অংশ নেয়।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে…

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-নেত্রীর ভিডিও ভাইরাল, সমালেচনার ঝড়

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান ও মুখপাত্র এলমা খাতুনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এ নিয়ে চলছে সমালোচনার ঝড়।

মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) রাতে ইয়াসির আরাফাত নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে ১ মিনিট ১২ সেকেন্ডের ওই ভিডিওটি পোস্ট করা হয়।
ভিডিওটিতে দেখা যায়, একটি ব্যাগ হাতে জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র এলমা খাতুন একটি কক্ষে প্রবেশ করছেন।

এরপর তার সঙ্গে থাকা ব্যাগটি রেখে পাশে থাকা খাটের ওপর অবস্থান নেন তিনি। ওই খাটে তার পাশে শুয়ে ছিলেন জেলার সদস্য সচিব সাইদুর

রহমান। এরপর সাইদুর একটি কম্বল নিজের শরীরের ওপর বিছিয়ে দেন আর মুখপাত্র এলমা খাতুন মোবাইল টিপতে থাকেন। পরে একটি মদ ভর্তি বোতল হাতে নেন এলমা খাতুন। আরেকটি হাতে কয়েকটি ওয়ান টাইমের গ্লাস দেখা গেছে।

জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান বলেন, ‘ভিডিওর বিষয়টি আমার জানা নেই। আমি গ্রামে রয়েছি আমার মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ নাই। সেজন্য ভিডিওটি দেখতে পারছি না। পরে বিস্তারিত জানাতে পারবো।’

এ বিষয়ে জানতে জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক আবু হুরাইরার ব্যবহৃত মোবাইলে কল করলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সমেনুজ্জামান সমেন বলেন, ‘শুনেছি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সমাজের অসঙ্গতি দূর করার জন্য কাজ করছে। এখন দেখছি তারা নিজেরাই অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত। এটা ছাত্র সমাজের জন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।’

সুজনের জেলা কমিটির সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু বলেন, ‘যদি এই ভিডিওটি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তারা সমাজের জন্য ভালো বার্তা বয়ে আনবে না।’

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ১৬ নভেম্বর ঝিনাইদহ জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ১০৩ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ততকালীন কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সদস্য সচিব আরিফ সোহেল এই কমিটির অনুমোদন করেন। ছয় মাসের জন্য এই কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। কমিটিতে ইসলামী বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু হুরাইরাকে আহবায়ক ও কেসি কলেজের শিক্ষার্থী সাইদুর রহমানকে সদস্য সচিব ঘোষণা করা হয়।

এছাড়াও সাজেদুর রহমানকে মুখ্য সংগঠক এবং ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী এলমা খাতুনকে মুখপাত্র করা হয়।

রায়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন আবরার ফাহাদের মা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় ২০ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রেখে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল রোববার এই রায় দেন।

প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এ রায়ে সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আবরার ফাহাদের মা রোকেয়া খাতুন বলেন, ‘আবরার ফাহাদ হত্যার আপিল শুনানির রায় হয়েছে আজ। হাইকোর্টে আগের রায় বহাল থাকায় আমরা সবাই সন্তুষ্ট।’

রোববার দুপুরে হাইকোর্টের রায়ের পর কুষ্টিয়া শহরের নিজ বাসভবনে তিনি তাঁর সন্তুষ্টির কথা জানান।

সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রোকেয়া খাতুন বলেন, ‘দীর্ঘ ছয় বছর পরও এ দেশের মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। কেউ আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাননি। এ জন্য আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখন চাওয়া, এ রায় যেন দ্রুত কার্যকর হয়। এ রায় কার্যকর হলে ভবিষ্যতে এমন কাজ করতে আর কেউ সাহস পাবে না।’

এর আগে ডেথ রেফারেন্স ও আসামিদের করা আপিলের শুনানি শেষ হয় গত ২৫ ফেব্রুয়ারি। শুনানি শেষে মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখা হয়। ডেথ রেফারেন্স অনুমোদন ও আসামিদের করা আপিল খারিজ করে এ রায় ঘোষণা করেন হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর বুয়েটের শেরেবাংলা হল থেকে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করেন। এ ঘটনায় আবরারের বাবা রাজধানীর চকবাজার থানায় হত্যা মামলা করেন।

২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর মামলার রায় দেন বিচারিক আদালত। রায়ে ২০ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহে ফল চুরির অপবাদে মাদরাসা ছাত্রকে নির্যাতন

ঝিনাইদহে ইফতারের ফল চুরি করে খাওয়ার অপবাদে এক মাদরাসাছাত্রের ওপর অমানবিক নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় বইছে।

বুধবার (৫ মার্চ) সকালে সদর উপজেলার মথুরাপুর আদর্শ এতিমখানায় এ ঘটনা ঘটে। নির্যাতনের শিকার সাগর হোসেন ওই এতিমখানার আবাসিক শিক্ষার্থী। সে বাড়িবাথান দাখিল মাদরাসার দশম শ্রেণির ছাত্র।

ভুক্তভোগী সাগর হোসেন বলেন, সোমবার ইফতারের পর দুই মাল্টা স্যারদের না জানিয়ে আমি খেয়েছিলাম। এ নিয়ে কয়েকজন স্যার আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়। পরে আজ সকালে লাঠি ও ক্রিকেট খেলার স্টাম্প দিয়ে আমাকে বেধড়ক মারপিট করে। আমার স্বজনরা জানতে পেরে আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ অভিযোগের বিষয়ে জানতে মাদরাসার শিক্ষক ইমরান হাওলাদারের ব্যবহৃত মোবাইলে একাধিক বার কল করলেও তিনি রিসিভ করেন নি। এমনকি ওই এতিমখানায় গিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ওই মাদরাসাছাত্রের ওপর নির্যাতনের কথা শুনেছি। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবার লিখিত অভিযোগ দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে ছাত্র আন্দোলনকারীর

ওপর হামলা, প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহযোদ্ধা ইশতিয়াক আহমেদের উপর আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনীর পরিকল্পিত হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাহেব মাহমুদের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ন আহবায়ক তামিম ইসলাম, সদস্য সিয়াম আহমেদ, ইশতিয়াক আহমেদ, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি মেহেরপুরে আওয়ামী সন্ত্রাসী ও নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, দেশকে অস্থিতিশীল করতে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাত্রলীগ বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ইসতিয়াক আহমেদের ওপর আওয়ামী সন্ত্রাসী ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে এবং আন্দোলনের অন্যান্য সদস্যদের নানা ধরনের হুমকি প্রদান করা হচ্ছে। নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে গাংনী উপজেলায় আওয়ামী লীগের লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দুর নেতৃত্বে তালসারি ইকো পার্কে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে মুজিবনগরের আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা উপস্থিত ছিল। মেহেরপুর শহরজুড়ে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের দেওয়াল লিখন করা হয়েছে যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।

তারা বলেন, এই ঘটনাগুলো মেহেরপুরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের জন্য নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করেছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। তারা অভিযোগ করেন, এ বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, পুলিশ সুপারের কার্যালয়

ঘেরাওসহ রাজপথে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে।

পরে পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানমের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা।

ঝিনাইদহে দাফনের ৬১ দিন পর স্কুল ছাত্র সোহানের লাশ উত্তোলন

লাশ দাফনের ৬১ দিন পর আদালতের নির্দেশে ঝিনাইদহে সোহান (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রর লাশ উত্তোলন করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মেফতাহুল হাসানের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশ সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামের একটি কবরস্থান থেকে সোহানের লাশ উত্তোলন করে। সোহান ওই গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। গত ১৮ সেপ্টম্বর ঢাকায় রহস্যজনক মৃত্যু হয় সোহানের। ২১ সেপ্টম্বর ময়না তদন্ত ছাড়াই তড়িঘড়ি করে সোহানের লাশ একটি মহল ঝিনাইদহের নগরবাথান গ্রামে দাফন করে।

লাশ দাফনের পর সোহানকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রচার হলে ঝিনাইদহ সদর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে তার পিতা শহিদুল ইসলাম ৮জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

আদালত মামলাটি তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশকে দায়িত্ব দেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই শরীফ লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের জন্য আবেদন করলে ঝিনাইদহ সদর আমলি আদালতের বিচারক তা মঞ্জুর করেন।
সোহানের মা সুন্দরী খাতুন অভিযোগ করেন, তার ছেলেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে নগরবাথান গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে সাকিব (২৭)। জমিজমা নিয়ে বিরোধের জের ধরে এই হত্যাকান্ড ঘটানো হয়।

মামলার বাদী শহিদুল ইসলাম জানান, চলতি বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর সাকিব

ও তার অজ্ঞাত বন্ধুরা সোহানকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে ঢাকার পূর্বাচলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ঘটনার দিন বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে শহিদুল ইসলাম ছেলেকে বাড়িতে ফেরার জন্য ফোন করলে সোহান জানায়, সে খুব ঝামেলায় আছে। এরপর সোহানের পিতা সাকিবকে ফোন করে। এ সময় ফোন ধরে সাকিব গালিগালাজ করে মোটা অংকের টাকা দাবি করে। ঘটনার কিছুক্ষণ পর রাজধানী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে সোহানের পিতাকে ফোন করে জানানো হয় সোহান হাসপাতালে।

খবর পেয়ে সোহানের পিতা হাসপাতালে গিয়ে দেখতে পান সাকিবের দুই ফুফু ডায়রি খাতুন ও আরজিনা খাতুন সেখানে উপস্থিত। সোহানের পিতা আরও অভিযোগ করেন, হাসপাতালে থাকতেই সাকিবের পিতা আব্দুল আজিজ তাকে ফোন করে কোন ঝামেলা না করার জন্য হুমকি দেন তার মোবাইল ফোনে।

এছাড়াও সাকিবের ফুফা আরব আলী তাকে শিখিয়ে দেন পুলিশ গেলে আমি যেন তাদের বলি সোহান দুর্ঘটনায় মারা গেছে।
গ্রামবাসি জানায়, আসামী সাকিবের ফুফু ডায়রি খাতুন ও আরজিনা ঢাকায় মানুষের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রির ব্যবসা করে। এই অপকর্ম করে তারা ইতিমধ্যে ঢাকা ও ঝিনাইদহ শহরের একাধিক স্থানে বহুতল ভবন তৈরী ও জায়গা জমি কিনেছেন।

এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঝিনাইদহ গোয়েন্দা বিভাগের এসআই শরীফ জানান, আদালতে এ নিয়ে একটি হত্যা মামলা হয়েছে। ফলে আদালতের নির্দেশে লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্ত করা হচ্ছে। ময়না তদন্তের পর বোঝা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লা-আল মামুন জানান, আমি আদালতের মাধ্যমে জানতে পারি সোহানের পিতা ৮জনকে আসামী করে ঝিনাইদহ আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেছে। আদালত মামলাটি তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশকে দায়িত্ব দেন।

এরই অংশ হিসাবে বৃহস্পতিবার সকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মেফতাহুল হাসানের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশ সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামের একটি কবরস্থান থেকে সোহানের লাশ উত্তোলন করেছে। আর এটা সম্পূর্ণ আদালতের বিষয় এখানে আমার বলার কিছু নেই। এটা আদালতেই বিচার হবে।

মেহেরপুরে ছাত্রদের ‘বিনা লাভের দোকান’ পরিচালনা কর্মসূচির উদ্বোধন

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে বিনা লাভে দোকান পরিচালনা কর্মসূচির উদ্বোধন করেছে মেহেরপুর বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ছাত্ররা।

আজ রবিবার (২০ অক্টোবর) সকাল ৯ টার সময় শহরের পৌরসভার গেট সংলগ্ন চত্বরে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

এ সময়ে উপস্থিত ছিল শিক্ষক সাব্বির আহমেদ সহ ছাত্র প্রতিনিধি ইমতিয়াজ হোসেন, আশিক রাব্বি, তামিম আহমেদ।

দোকানে ডিম, আলু, পেয়াজ, মরিচ, শাক, কাচকলা সহ বিভিন্ন সবজি বিক্রয় করা হয়। কেজি প্রতি কাঁচা মরিচ ২৬০ টাকা, পুঁইশাক ১০, কলা ১০, কলমি শাক ১০, পেঁয়াজ ৯০, আলু ৫২, মিষ্টি কুমড়া ৩০ টাকা কেজিতে এবং প্রতি পিস ডিম ১২ টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে।

দোকানে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি কিনে কোন লাভ ছাড়াই এ সকল পণ্য বিক্রি করছে ছাত্ররা ন্যায্য মূল্যে সবজি সহ অন্যান্য পণ্য পেয়ে খুশি ক্রেতারা।

আর ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বলছে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখবেন তারা। একই স্থানে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত বিনা লাভের দোকানটি খোলা থাকবে।

মেহেরপুরে জেলা ছাত্রশিবিরের উদ্দ্যোগে ছাতা বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা ছাত্রশিবিরের উদ্দ্যোগে সড়কের নিরাপত্তায় নিয়োজিত ১ শত জন পুলিশ, আনসার ও বিএসিসিদের ছাতা বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার (১২ আগষ্ট) দুপুর ১ টার দিকে এ ছাতা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এসময় কোটমোড়, হোটেল বাজার, বড়বাজার ও কলেজ মোড় প্রাঙ্গনে কর্মরত পুলিশ ও আনসারদের হাতে ছাতা তুলে দেওয়া হয়।

এসময় জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, অর্থ সম্পাদক সাইদুর রহমান, শহর সাথী শাখার বকুল আলী, খালিদ হাসান তুহিন, আমির হামজা, হৃদয়সহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো স্কুল ছাত্রের

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিসিক এলাকায় সাপের কাপড়ে সূর্য বিশ্বাস
(১৩) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে সে মারা যায়। সূর্য সদর উপজেলার চুয়াডাঙ্গা গ্রামের আশরাফুল বিশ্বাসের ছেলে এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনীর ছাত্র।

সুর্য বিশ্বাসের সহপাঠী সোহান আহমেদ জানায়, রাতে শহরের বিসিক শিল্পনগরীর প্রবেশ পথে নিজেদের মুদি দোকানে ঘুমিয়ে ছিল সূর্য বিশ্বাস। ভোর ৪টার দিকে দোকানের ভেতর থেকে একটি সাপ বের হতে দেখে স্থানীয়রা।

এর কিছুক্ষণ পর সূর্য চিৎকার শুরু করলে স্থানীয়রা দোকানের শাটার খুলে ভেতর থেকে সূর্যকে বের করে আনে। এরপর সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ও পরে ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ফের সদর হাসপাতালে আনলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ফাল্গুনী রানী সাহা বলেন, হাসপাতালে আসার আগেই সে মারা গেছে। হয়তো সময় মতো হাসপাতালে আনলে ছেলেটিকে বাঁচানো সম্ভব হতো।